গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
বাজেট ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ
বাজেট-২ শাখা

বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক, স্টোর পারচেজ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও স্থাপনা কার্য ব্যবস্থাপনার অধীন বিভিন্ন বাজেট ইউনিটের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট/বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	২৪.০৭.২০২২
সভার সময়	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ -৯৩০, ৯ম তলা, রেলভবন ঢাকা)।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক, স্টোর পারচেজ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও স্থাপনা কার্য ব্যবস্থাপনার অধীন বিভিন্ন বাজেট ইউনিটের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ঠ সকল বাজেট ইউনিট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ সভা আহবান করা হয়েছে। তিনি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বলেন যে, বাজেটে প্রদত্ত বরাদ্দ দেশের জনগণের টাকা, দেশের উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু আর্থিক বিধিবিধান না জানা/না মানার কারণে বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে বাজেট ইউনিটসমূহের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রায়শঃ অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে মে-জুন মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন বাজেট ইউনিট হতে আন্তঃখাত সমন্বয়ের জন্য বহুসংখ্যক পুনঃ উপযোজন প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল এবং বিল দাখিলের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। অর্থাৎ বাজেটে যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় অথবা ব্যবহার না করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় অথবা ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়েছিল-যা 'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯' অনুযায়ী রাষ্ট্রের অর্থসম্পদের অপচয়।

০২। সভাপতি আরো বলেন যে, 'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯', 'পিপিআর-২০০৮' এবং অন্যান্য প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরের শুরুতেই বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল ডিডিও কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনার জন্য এ সভার মূল প্রতিপাদ্য। বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় অর্থবছরের ৪টি কোয়ার্টারে সমানভাবে অর্থ বরাদ্দ না রেখে ১ম কোয়ার্টারে তুলনামূলক কম বরাদ্দ এবং যৌক্তিক বিবেচনায় ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে তুলনামূলক বেশী বরাদ্দ রাখতে হবে মর্মে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। লক্ষ্য করা যায় যে, বছরের শেষে আন্তঃখাত সমন্বয়ের নামে পুনঃ উপযোজন প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়ে থাকে-এ সংস্কৃতি হতে বের হয়ে আসতে হবে এবং সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের সময় আন্তঃখাত সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

০৩। সভাপতি কোভিড-১৯ এবং ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ঠ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় অর্থবিভাগ কর্তৃক বাজেটের যেসব খাতে ব্যয় সংকোচন করার অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক বাজেট বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রচলিত সকল আর্থিক বিধি-বিধান

অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল বাজেট কর্মকর্তা / ডিএফএ কর্তৃক দক্ষ ও স্বচ্ছতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য স্ব স্ব অধস্তন কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠান করা এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রতি মাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অর্থ/আরএস)-কে সভাপতি অনুরোধ জানান। তিনি সভায় আরো জানান যে, প্রতি ৩ মাস অন্তর বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভায় উপস্থাপনপূর্বক পর্যালোচনা করা হবে। অতঃপর সভাপতি যুগ্মসচিব (বাজেট)-কে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

০৪। যুগ্মসচিব (বাজেট) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক ও স্টোর পারচেজ সংক্রান্ত কার্য ব্যবস্থাপনার অধীন প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম) এবং প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক চট্টগ্রাম ও সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (পূর্ব/পশ্চিম) এর কার্যালয়সমূহের অধীনে ২৭ টি বাজেট ইউনিটের বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট/বরাদ্দ ও প্রকৃত অর্জন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও পিপিআর-২০০৮ অনুসারে প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আজকের সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভার আলোচ্যসূচি সভায় নিম্নরূপভাবে তুলে ধরেনঃ

<u>আলোচ্য বিষয়ঃ</u>

- ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজেট ইউনিটের বিপরীতে প্রশিক্ষণ, মুদ্রণ ও মনিহারি, পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট, মূলধন ব্যয় এবং বিশেষ কার্ক্রমের অধীন মেরামত ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত অর্থনৈতিক কোডসমূহের বিপরীতে প্রাপ্ত বাজেট/বরাদ্দ; পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও তার অধীন প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়/অর্জন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

- ২০২১-২২ অর্থবছরে শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি খাতে প্রাপ্ত বাজেট/বরাদ্দ, নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ও প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ, মুদ্রণ ও মনিহারি, পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট, মূলধন ব্যয় এবং বিশেষ কার্যক্রমের অধীন মেরামত ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত অর্থনৈতিক কোডসমূহের বিপরীতে প্রাপ্ত বাজেট/বরাদ্দ, বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

- বিবিধ (যদি থাকে)।

০৫। যুগ্মসচিব (বাজেট) পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক ও স্টোর পারচেজ সংক্রান্ত কার্য ব্যবস্থাপনার অধীন ২৭টি বাজেট ইউনিটের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি আরো জানান যে,বাংলাদেশ রেলওয়ের 'সাধারণ কার্যক্রম'-এর আওতায় ২৭ টি বাজেট ইউনিটের নির্ধারিত বাজেট ছাড়াও 'বিশেষ কার্যক্রম'-ভুক্ত ০৩ টি খাত যথা- (ক) 'মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম-১২০০০২৮০৩'; (খ) 'মূলধনী অনিশ্চিত হিসাব কার্যক্রম-১২০০০২৮০৫' এবং (গ) 'সম্পদ সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম-১২০০০২৮০৬' হতেও চাহিদার ভিত্তিতে বিশেষ বরাদ্দ/মালামাল পেয়ে থাকে। বাংলাদেশ রেলওয়ের বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে অর্থবছরের শুরুতেই সাধারণ কার্যক্রমভুক্ত বাজেট ইউনিটসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নসহ 'বিশেষ কার্যক্রম'-ভুক্ত সংশ্লিষ্ট বাজেট/বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক অর্থছাড় ও বরাদ্দ বিভাজন কার্যক্রম জরুরীভিত্তিতে শুরু করা প্রয়োজন মর্মে যুগ্মসচিব (বাজেট) সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অত:পর

সভাপতির অনুমোদনক্রমে অধস্তন বাজেট ইউনিটসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়ন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য 'বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সভায় তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বাজেট ইউনিট প্রধানগণকে যুগ্মসচিব(বাজেট) অনুরোধ জানান।

০৬। সভায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩২১১১৩৪ শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি খাতে প্রাপ্ত বাজেট/বরাদ্দ, নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ও প্রকৃত ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে যুগ্মসচিব(বাজেট) বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে বাজেট ইউনিটওয়ারী কোন তথ্য পাওয়া যায় নি; তবে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে ০৭/০৭/২০২২ তারিখের ২৯১ নং- পত্রমূলে উক্ত খাতে ১১১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার পর নতুন করে বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার সুযোগ নেই; তবে আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে পুনঃউপযোজন করা যায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পূর্বের ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক বাজেট ইউনিটের বিপরীতে ৩২১১১৩৪ শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি খাতে বরাদ্দ প্রয়োজন হলে যৌক্তিকতাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ পুনঃ উপযোজন প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থবিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পুনঃ উপযোজন প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মর্মে যুগ্মসচিব(বাজেট) সভায় জানান। সভায় কয়েকজন কর্মকর্তা সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, ডিডিওগণের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হিসেবে আইবাস++ সিস্টেমে বাজেট দেখা যায় না। ফলে অধস্তন ডিডিও অফিসসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা এবং অধস্তন দপ্তরসমূহে বাজেটের সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে কিনা- উর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে তা দেখতে না পারায় বাজেট বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন না। এ বিষয়ে আলোচনা শেষে আইবাস++ সিস্টেমে বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য শীঘ্রই আইবাস++ কর্তৃপক্ষ বা তার প্রতিনিধি নিয়ে একটি সভা আহবান করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।

০৭। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

<u>সিদ্ধান্ত-কঃ</u> ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন সকল বাজেট ইউনিট এর স্ব স্ব বাজেটের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ১০ আগস্ট, ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ১ম কোয়ার্টারে কম , ২য় কোয়ার্টার হতে ৪র্থ কোয়ার্টারে ধারাবাহিকভাবে বেশি বরাদ্দ রেখে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা যায়।

<u>বাস্তবায়নেঃ</u> সকল বাজেট ইউনিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<u>সিদ্ধান্ত-খঃ</u> বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পিপিআর-২০০৮ অনুসারে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল বাজেট ইউনিটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ১০ আগস্ট, ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

<u>বাস্তবায়নেঃ</u> সকল বাজেট ইউনিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<u>সিদ্ধান্ত- গঃ</u> 'বিশেষ কার্যক্রম'-ভুক্ত সংশ্লিষ্ট বাজেট/বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক ১ম কিস্তির অর্থছাড়সহ বাজেট বিভাজন কার্যক্রম ১০ আগস্ট, ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক কিস্তি ছাড়করণের সাথে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বিগত কিস্তির ব্যয় বিবরণীসহ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার বাইরে কোন ক্রয়/সংগ্রহ করা যাবে না।

বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সকল বাজেট ইউনিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সিদ্ধান্ত-ঘঃ প্রণীত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে তার কপি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখায় ২০ আগস্ট, ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ উপসচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সকল বাজেট ইউনিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সিদ্ধান্ত-ঙঃ বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯ এর আলোকে বাজেটে অননুমোদিত ব্যয় ও অপচয় পরিহার করতে হবে। যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় অথবা ব্যবহার করা যাবে না। বাজেট বাস্তবায়নে কোন বকেয়া সৃষ্টি করা যাবে না এবং বরাদ্দের মধ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় যাতে না ঘটে সংশ্লিষ্ট ডিডিও/পে-পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

বাস্তবায়নেঃ সকল বাজেট ইউনিট/ডিএফএ, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সিদ্ধান্ত-চঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের সময় আন্তখাত সমন্বয় করতে হবে। অর্থবছরের শেষ প্রান্তে এসে অপরিহার্য ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আন্তঃখাত সমন্বয়ের জন্য কোন পুনঃ উপযোজন প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে না। এ ধরনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯ এর ২৩ ধারা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আর্থিক অসদাচরণ মর্মে পরিগণিত হবে।

বাস্তবায়নেঃ সকল বাজেট ইউনিট/ডিএফএ, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সিদ্ধান্ত-ছঃ কোভিড-১৯ এবং ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ঠ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় অর্থবিভাগ কর্তৃক বাজেটের যেসব খাতে ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সকল বাজেট ইউনিট/ডিএফএ, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সিদ্ধান্ত-জ সকল বাজেট ইউনিটের অধীনে ইন-হাউজ ট্রেনিং আয়োজনের জন্য বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক মডিউল প্রণয়ন করতে হবে এবং স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সকল বাজেট ইউনিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সিদ্ধান্ত-ঝ: প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল বাজেট কর্মকর্তা/ ডিএফএ কর্তৃক দক্ষ ও স্বচ্ছতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাবরক্ষণ কার্যক্রম প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য স্ব স্ব অধস্তন কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠান করা এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ অতিরিক্ত মহাপরিচালক(অর্থ/আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সিদ্ধান্ত-ঞ: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ইউনিট কর্তৃক প্রণীত বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি ৩ মাস অন্তর বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি আহবান করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ উপসচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়

০৮। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. মো: হুমায়ুন কবীর
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০৩৩.০৬.০০২.১৮-১২৭

তারিখ: ১৮ শ্রাবণ ১৪২৯
০২ আগস্ট ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫) যুগ্মসচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬) উপসচিব (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৭) প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
৮) প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।
৯) প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
১০) প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
১১) প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।
১২) প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
১৩) সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
১৪) সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।
১৫) জনাব মমতাজুল ইসলাম, বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/লোকো, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
১৬) বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/ক্যারেজ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
১৭) জনাব মোঃ রশিদ হোসেন, ডিসিওএসপি-২, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
১৮) জনাব মোঃ সারোয়ার আলম, সিনিয়র এসিওএস/সিএলডব্লিউ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
১৯) এফএএন্ডসিএও (পূর্ব/পশ্চিম) , বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী [সংশ্লিষ্ট ডিডিওগণের নিকট সভার

কার্যবিবরণী প্রেরণের অনুরোধসহ]।

২০) সহকারী সচিব (বাজেট-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

২১) সহকারী সচিব (বাজেট-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

২২) সহকারী সচিব (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

২৩) অনুলিপি (সদয় অবগতির নিমিত্ত):

২৪) সিনিয়র সচিব , অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৫) মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

২৬) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

২৭) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা [সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে আপলোডকরণের অনুরোধসহ]।

২৮) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

২৯) যুগ্মসচিব (বাজেট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

৩০) অফিস কপি।

মোঃ আব্দুল খালেক মিঞা
সহকারী সচিব